Complitবার্তা
E-newsletter of
Centre for Comparative Literature, Bhasha Bhavana
Visva-Bharati
Issue 14 (April - August 2024), 15th August, 2024 (৩০ শ্রাবণ, ১৪৩১)

From the Office Desk

Dr. Dheeman Bhattacharyya

দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।

These are moments of crises, despair. Any literary allusion to “Darkness visible” would be an understatement, rather inadequate to comprehend the “bottomless pit” we have dug ourselves. Any epitaph composed on our dead times will terrorise our progeny. These are also moments of introspection. We are scared of our own shadow-lines. The falcon cannot hear the falconer. It is difficult to stay put and continue our journey along the path we have chosen individually or collectively. We have to accept our social responsibilities as academicians and promote harmony without sounding patronizing. Any research, quest for knowledge can transform us from within and without. This is not the best of all possible worlds but we can walk together a few hundred miles to make this world a better place to live in, albeit accompanied by our hopes and impediments.

Our researchers have unfolded those paths for us. The ongoing *Carca* series on translation has widened our scope for understanding the unknown and forge connections across borders and imagined communities. Our efforts around ‘reading’ the popular, rather integrating the popular in our courses had culminated into Cine Carca. However, we haven’t been successful in running the show consistently as ‘leisure' and ‘pleasure' were often at loggerheads compromising the sheer ‘*ananda.*’ *Tumulayan*, our students’ magazine will make room for our dreams. Life is a dream! Independence is achieved.

This issue has been edited by Dr. Soma Mukherjee.

A Lecture on Translation Practices in German Literary Tradition

Ankana Bag

The monthly Carca session for April 2024 was organised by the Centre for Comparative Literature, Bhasha Bhavana, Visva-Bharati, on April 23, 2024 where Professor Romit Roy from Centre for Modern European Languages, Literatures and Culture Studies (CMELLCS) delivered a talk on "Translation Practices, Theories, Philosophies: The German Intellectual Tradition."

The speaker started out by discussing the outline of German translation practices and the perception held by German speakers that Germany is a nation of translators. He referred to number of important translations of seminal texts that have been in circulation over the years including Martin Luther's translation of the *Bible* in the sixteenth century at the height of the Reformationist movement was in full swing, Friedrich Holderlin's translation of Sophocles' *Antigone* and translations of William Shakespeare's works during the *Sturm und Drang* movement in the late eighteenth century, and Johann Wolfgang von Goethe's readings of Hafez that lead to his writing of *West-Eastern Divan* at the era of Industrialisation. This shows significant translations taking place not just as part of academic practices but also as response to historical crises. According to the speaker, the salient features of German translation are the following — an endeavour towards maintaining the dignity of the source language and the reader's endeavour of undertaking an artistic journey to get out of their personal literary zones to understand the (original) text. Translation then is a dialogue between the 'self' and the 'other' that enriches the linguistic horizon of both the personal and the collective. Translation was not treated as transposition or moving from one point to another through language but as a internmedial meeting point of two languages. The speaker claimed that even though translation had developed into a sphere of professional activities only from the 1980s, it had a long history of theoretical foundations behind it. Friedrich Schlegel had written extensively about Romantic poets and their approach to poetry as dynamic and not static, which in a way transforms translation into a process of creating one work of art from another work of art.

Professor Roy discussed how Walter Benjamin questioned the equivalence of languages in the "Task of the Translator" (1923) and also indicated that language itself is an

act of translation from the "language of things" to the "language of humans." He also explained that Martin Heidegger referred to translation as a philosophical problem and an existential, ontological process that goes beyond a textual problem. He, who thought that "Western" translations are nothing but mistranslations of classical philosophies, also held the view that a faithful translation only happens when the language emanates from the "essence of beings." A student of Heidegger, Hans Georg Gadamer furthered his ideas to articulate that translation is a dialogue between the reader or interpreter and the text or textual meaning. Accordingly, the German Hermeneutics tradition held the view of translation dealing with an expansion of the horizon of our experiences to break the barrier of cultural prejudices.

Professor Roy explained that at present, a plethora of writings is emerging from writers with personal histories rooted in immigration. While these texts are also predominantly in German, they are often a translation of the writers' native cultural tropes, as well as a testament to an existence between two or more cultures. The lecture was followed by a brief question-answer session.

চীনের আদি যুগের অনুবাদ-চর্চার ইতিহাস আলোচনা

সুপর্ণা মণ্ডল

বিগত ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে তুলনামূলক সাহিত্য কেন্দ্রের আয়োজিত মাসিক চর্চা বক্তৃতায় "National Will and the Evolution of Translation in Early China" শীর্ষক একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশ্বভারতীর চীনা ভবনের অধ্যাপক হেম কুসুম। এই বক্তৃতায় তিনি মূলত চীনের আদি যুগের অনুবাদ-চর্চার কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাকে তুলে ধরেন।

হান বংশের রাজত্বের সময় প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুবাদ-চর্চার কথা উল্লেখ করেন বক্তা। প্রাথমিক ভাবে চীনা ভাষাভাষীরা অন্যান্য ভাষা শিখতে ততটা আগ্রহী ছিল না। এ বিষয়ে কনফুসিয়াস শাসকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন বিদেশী ভাষা শিখে সময় নষ্ট না করে এই কাজ অনুবাদকদের উপর ছেড়ে দিতে। চীনে অনুবাদ-চর্চার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন অ-চীনা অনুবাদকেরা চীনা ভাষার গ্রন্থাবলী অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করতেন, অন্যদিকে তেমনি চীনা এবং অ-চীনা ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেও অনুবাদের প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। তাছাড়া চীনারা একক ভাবে অনুবাদ করছেন তেমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বক্তা উল্লেখ করেন বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীবের কথা। বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী সংস্কৃত থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর অধীনে অনুবাদকদের একটি গোষ্ঠি তৈরী হয়েছিল। অনুবাদের বিষয়ে তিনি কিছু নীতিও নির্ধারণ করেছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের উদ্দেশ্য যেন ব্যক্তিগত খ্যাতি অর্জনের পরিবর্তে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নিয়ে তিনি সচেতন থাকতে বলেছিলেন। এছাড়া বক্তা আর

একজন বিখ্যাত অনুবাদক আন শিগাও-এর কথাও উল্লেখ করেন, যিনি পার্থিয়ার রাজপুত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনিও অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে তিনি আক্ষরিক অনুবাদের উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন।

ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ ছাড়াও হান রাজত্বের সময় অ-চীনাভাষী অঞ্চলগুলিতে শাসনকার্য পরিচালনার জন্যেও অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়েও আলোকপাত করেন অধ্যাপক হেম কুসুম। অনেক সময় এক ব্যক্তি অনুবাদে প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলি না জানায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তিদের সহায়তায় রিলে পদ্ধতিতে অনুবাদ করা হত। চীনে প্রচলিত অনুবাদের পদ্ধতিগত দিকগুলি আলোচনার পাশাপাশি অনুবাদের সমস্যার বিষয়ে চীনা অনুবাদকদের মতামত নিয়েও আলোকপাত করেন বক্তা। বিশেষত বিমূর্ত ধারণা বা যে ধারণাগুলির অস্তিত্ব চীনা ভাষায় নেই তার অনুবাদ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতেন অনুবাদকেরা। হেম কুসুম এখানে দাও আন কথিত অনুবাদের তিনটি সমস্যার কথাও উল্লেখ করেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের যাতায়াত চীনের অনুবাদ চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। ভারত থেকেও বহু সন্ন্যাসী চীনে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন যাদের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গ্রন্থাবলী চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। অন্য দিকে হিউয়েন সাং-এর মতো চীনা পর্যটকের ভারত আগমনেও চীনের অনুবাদ-চর্চা উপকৃত হয়েছিল। উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে এদিনের চর্চার সমাপ্তি সূচীত হয়।

জুলাই মাসের চর্চায় সংস্কৃত অনুবাদের নানাকথা

সুপর্ণা মণ্ডল

বিগত ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখে তুলনামূলক সাহিত্য কেন্দ্রের মাসিক বক্তৃতামালা চর্চায় বক্তব্য পরিবেশন করেন বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অরুণ রঞ্জন মিশ্র। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "History of Translation from and into Sanskrit in Ancient and Mediaeval India।" প্রথমে কেন্দ্রের অধ্যাপক নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য সংক্ষেপে বক্তার পরিচয় প্রদান করেন। অধ্যাপক মিশ্র সংস্কৃত ভাষার একজন প্রতিষ্ঠিত কবি এবং গত বছর তাঁর নিজস্ব কাব্যকৃতির জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন। বক্তৃতা শুরুর আগে তিনি তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা সংকলন *কজ্জলসূর্যেऽर्धदग्ध्या* (২০২৪) গ্রন্থটি তুলনামূলক সাহিত্য কেন্দ্রে উপহার দেন।

বক্তব্যের শুরুতেই অধ্যাপক মিশ্র সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কিছু কথা বলেন। বিদ্যায়তনিক চর্চার বিষয় হিসাবে Translation Studies বা অনুবাদ চর্চা যেভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে

স্থান করে নিয়েছে তা নিয়েও আলোকপাত করেন তিনি। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদের প্রসঙ্গে আসতে গিয়ে তিনি ‘অনুবাদ’ ও ‘অনুসৃজন’ এই দুটি পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। এই পার্থক্যটি তিনি বেশ কিছু দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন সংস্কৃত *বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ*-এর কথা যা পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত মূল *বৃহৎকথা* থেকে অনূদিত হয়েছিল। মূল *বৃহৎকথা* আর পাওয়া যায় না গেলেও অনুবাদ বা অনুসৃজনের মধ্য দিয়ে তার কাহিনিসমূহ এইভাবে বেঁচে আছে। এছাড়া *পঞ্চতন্ত্র* থেকে *পঞ্চাখ্যানম্* নামক অনুবাদ, সারলাদাসকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের ওড়িয়া অনুবাদ, বলরামদাসকৃত ভাগবতের ওড়িয়া অনুবাদের কথাও বক্তা উল্লেখ করেন, যা তাঁর মতে সম্পূর্ণ ভাবে মূলের অনুসরণ করেনি। বিদেশী অনুবাদকদের কিছু বিখ্যাত কাজের কথাও এই বক্তব্যে উঠে আসে। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর বিদেশী অনুবাদক হিসাবে পাওয়া যায় উইলিয়াম জোনস, জর্জ ফর্স্টার প্রমুখের নাম।

সংস্কৃত সাহিত্যে অনুবাদ চর্চার আদি উৎসের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য বক্তা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সরমা-পণি সংবাদের কথা উল্লেখ করেন। দুই ভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে অনুবাদের সম্ভাবনার কথা এই কাহিনির মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায়। নাটকের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহারের কথা ভরত বলেছিলেন তার মধ্যেও অনুবাদের সম্ভাবনার কথা বলেন অধ্যাপক মিশ্র। যেহেতু সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণ পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই অনুবাদের পাঠক হিসাবে নারীদের ভূমিকার কথাও আলোচনা করেন বক্তা। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলরামদাসের মায়ের কথা উল্লেখ করেন। বলরামদাসের মা ভাগবত পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বলরামদাস ওড়িয়াতে ভাগবত অনুবাদ করেন।

পরিশেষে বক্তা বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদের বিষয়েও আলোকপাত করেন। *বুদ্ধচরিত*-এর উদাহরণ দিয়ে অনুবাদের মধ্য দিয়ে গ্রন্থসমূহ কীভাবে অস্তিত্ব রক্ষা তার কথা উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া অনুবাদের গণতান্ত্রিক চরিত্রের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে এদিনের চর্চা শেষ হয়।

Final PhD Viva of Anita Gua Hembrom

Edu Sherpa

The final defence of Ms. Anita Gua Hembrom was held on April 28, 2024 in Centre for Comparative Literature, Bhasha Bhawana. The title of her research is “Contemporary Santali Literature: A Historiography from “Below.” The presentation was attended by her external examiner, co-supervisor, faculties of Centre for Comparative Literature, research scholars and the students of the Centre and other Departments of Visva-Bharati.

Anita started her defence by explaining the scope of her research. Her research focuses on the historical, cultural and literary evolution of Santali Literature. More specifically the work argues how literary as well as extraliterary factors shaped the trajectory of Santali literature from 1860's to the contemporary time. Her research includes the historical interaction of the Santal community with other communities. She adds Santali Literature is not limited to one single location but has spread across diverse places. Thus, the multiplicity of scripts and the different locations of Santali Literature have helped in shaping the varied nature of contemporary Santali Literature. Also Anita emphasises that her own unique position as 'insider-outsider' of the Santal community gave her research work a layered perspectives. She went on to explain that by birth she is an insider from the Santal community but her outsider perspective comes from the fact that before this research endeavour she seldom used her ancestral inherited tradition in her academic practices.

Anita explained that in existing histories of Santali literatures, the ideas of 'History' and 'canon' are inadequate concepts as they are unable to analyse the 'literary ethos' of Santali literature. The existing dominant ideas about literariness and canon formation within Santali literature create certain fissures which are distinctive characteristics of Indian literatures. All these 'discrepiencies' brings forth several contact moments like colonial contact, influence of English education etc. Also these literary and extra literary facts create a complex historiography which is not formulated from the 'above' rather it is a narrative of constituting identities and literary history from'Below'. Through meticulous presentation of the chapters of her thesis, she portrayed Santali drama as an appealing genre. During the course of her presentation, she thoroughly explained every element of Santali drama from the rituals of Santali Community. Hence, all the ritualistic aspects of Santali drama possess a crucial role in shaping the genre of drama in Santali Literature.

The presentation was concluded with insightful observations by the external examiner, her supervisor, and others.

রাকেশ কৈবর্ত্যের পিএইচডি গবেষণার চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সুপর্ণা মণ্ডল

বিগত ৩ জুন, ২০২৪ তারিখে তুলনামূলক সাহিত্য কেন্দ্রের গবেষক রাকেশ কৈবর্ত্যের পিএইচডি গবেষণাকার্যের চূড়ান্ত মূল্যায়ন গৃহীত হয়। তাঁর গবেষণার শিরোনাম "উপস্থাপন-শিল্পে লিঙ্গবয়ান ও 'প্রান্তিক' শিল্পীর শরীর: আলকাপ, বহুরূপী ও গম্ভীরা শিল্পমাধ্যমগুলির একটি বহুমাত্রিক পাঠ।" প্রথমেই গবেষক রাকেশ কৈবর্ত্য তাঁর সামগ্রিক গবেষণার উপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। উপস্থাপনার প্রাককথনে তিনি 'লোকনাট্য' ও 'লোকঅভিনয়'-এর মতো শব্দ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোকপাত করেন। উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি নিজের গবেষণায় 'উপস্থাপন শিল্প' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যে তিনটি শিল্পমাধ্যম নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন, অর্থাৎ আলকাপ, গম্ভীরা ও বহুরূপী- এই মাধ্যমগুলির বাহ্যিক গঠন ছকের সাহায্যে আলোচনা করেন গবেষক।

এছাড়া গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায়গুলিতেও কি কি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন তিনি। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর আলোচিত বিষয় সংশ্লিষ্ট উপস্থাপন শিল্পগুলির উপাদান। এখানে তিনি দুই ধরনের উপাদানের কথা উল্লেখ করেন– সাহিত্যিক উপাদান ও আনুষঙ্গিক উপাদান। লিখিত সাহিত্যের মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন, যা উপস্থাপন শিল্পগুলিতে উঠে এসেছে। এছাড়া আনুষঙ্গিক উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মৌখিক সাহিত্যের কথা বলেন তিনি। সরকারি আইন ও বিধিনিষেধ কীভাবে এই সমস্ত শিল্পীর জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার কথাও তুলে ধরেন গবেষক। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় গবেষক সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের উপর আলোকপাত করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলগুলির কথা উঠে আসে। তিনি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার বোলান গান, মালদহ জেলার গম্ভীরা ইত্যাদি মাধ্যমে সাহিত্যিক আদানপ্রদানের যোগসূত্রগুলি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। শিবের গাজন ও ধর্মরাজের পূজায় বৌদ্ধ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন তিনি। তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এসেছে উপস্থাপন শিল্পীদের শরীর ভাবনা ও লিঙ্গবয়ান সম্পর্কে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ। এখানে গবেষক উপস্থাপনের দুটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন– বিনোদনের স্তর ও বার্তাপ্রদানের স্তর। এই দুটি স্তর নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। এছাড়া পরিসরের ধারণাতেও গবেষক সাধারণ পরিসর, ব্যক্তিগত পরিসর ও উপস্থাপন পরিসর- এই তিনটি স্তরের কথা বলেন। উপস্থাপন স্তরে পুরুষ শিল্পীর নারী হয়ে ওঠা বা অর্ধনারীশ্বর রূপ ধারণকে কেন্দ্র করে উপস্থাপন শিল্পে লিঙ্গবয়ানের বিকল্প পাঠ তৈরির বিষয়ে আলোকপাত করেন গবেষক। চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষক উপস্থাপন শিল্পগুলির সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে পর্যালোচনা করেন। সাহিত্যিক ইতিহাসে আলোচ্য শিল্পমাধ্যমগুলির গ্রহণযোগ্যতা ও তাদের প্রকৃত সাহিত্যমূল্য বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন গবেষক। পরিশেষে গবেষক রাকেশ কৈবর্ত্য তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত উপস্থাপন শিল্পগুলির অভিনয়ের কিছু ভিডিও ক্লিপের অংশ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনের পর পরীক্ষক প্রশ্নোত্তর শুরু করেন। পরীক্ষকের প্রশ্নোত্তর শেষ হলে উপস্থিত শ্রোতাদেরকেও প্রশ্নোত্তরের সুযোগ দেওয়া হয়।

Pre-PhD Seminar of Edu Sherpa

Ankana Bag

On July 26, 2024, Centre for Comparative Literature, Bhasha Bhavana, Visva-Bharati organised the pre-PhD seminar (in hybrid mode) for Edu Sherpa. Her research is being supervised by Dr. Nilanajana Bhattacharya, Centre for Comparative Literature and Dr. Dewchandra Subba, Department of Nepali, Sikkim University. The title of Edu Sherpa's work is “The Rise of Indian Nepali Periodicals: A Historiography from 1900 to 1950.” She started her presentation by giving a short introduction to how early Nepali literature mainly consisted of songs and lyrics composed by Nepali workers in tea gardens. The establishment of a printing press in Darjeeling was instrumental in the further

development of the local literature. Her research objective is to conduct a historiographical study of Indian Nepali periodicals. The first chapter of the thesis discusses the factors leading to the rise of the Indian Nepali periodicals. She explained that Darjeeling and Benares were the two major centres for cultivating Indian Nepali literature. While primary schools had been established by the missionaries in Darjeeling since 1872, a majority of the textbooks were primarily written in Hindi. Therefore, the realisation of needing to read in one's own language (that is, Indian Nepali) was one of the significant factors behind the rise of the Indian Nepali periodicals.

Her second chapter challenges the idea of periodisation in Indian Nepali literature. Edu marked three salient literary periods in Indian Nepali which are as follows—the pre-*Chandrika* Period (1901-1917), the *Chandrika* Period (1918-1920) and the post-*Chandrika* Period (1920-1950). The first Indian Nepali periodical was published in 1901 after which a number of such publications started coming out. Some of these periodicals were published from Benares while others were from Darjeeling, which is why the usage of Indian Nepali in the former was notably different and influenced by Sanskrit. The periodical titled Chandrika was published for the first time in 1918.

Her third chapter is concerned with the emergence of new genres such as short story, novel and essay in Indian literature through these periodicals. New literary genres were brought into Indian Nepali literature with the help of the periodicals and certain genres such as the short story gained a lot of popularity over time. Her research findings entail an exploration of the non-homogenous character of Nepali, as well as the role of the periodicals in shaping the Indian Nepali literature. She has also looked into the contacts between Indian Nepali literature with other Indian literatures such as Sanskrit, Hindi or Bangla through the translations that appeared these periodicals to see the contribution of these translations in the corpus of Indian Nepali literature. Her work includes a comprehensive list of Indian Nepali periodicals furnished with relevant information.

Other Departmental Activities

Screening of *Schindler's List* on Cine Carca

Shiny Bhattacharjee

On April 19, 2024, the Centre for Comparative Literature organised Cine Carca in which Steven Spielberg's movie *Schindler's List* was screened by Suparna Mondal, one of the research scholars from the Centre for Comparative Literature. *Schindler's List* is based on the novel by Thomas Keneally's *Schindler's Ark*.

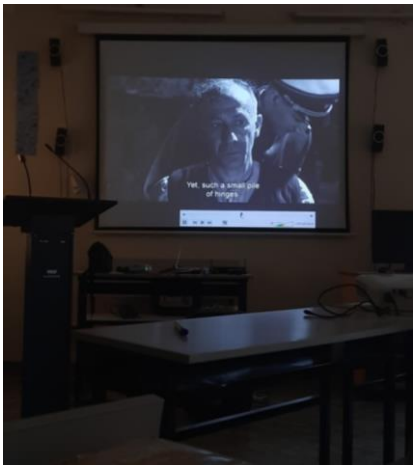

The film is presented in a documentary format keeping the colour scheme as black and white to enhance the form of documentation. The film revolves around how a German industrialist named Oskar Schindler saves more than a thousand Polish-Jewish refugees from the

Holocaust by employing them in his factories during World War II. After the screening the discussion and interpretation were open to all which led to the analysis of various perspectives. Thus, it ended in an interesting manner involving every spectator present at the *Cine Carca*.

Farewell of the MA Final Year Students

Riddhi Gupta

On May 29, 2024, a farewell event was organised by the MA first year students of the CCL family for the MA final year students. The event was attended by faculty as well. The event started at 11.30 a.m. with the traditional *boron* session to session to mark the ending of an academic phase of the students of MA final year. To admire the incredible journey that the final year students have undertaken and to celebrate their dedication, passion, and hard work, a cake cutting ceremony was held afterwards. The MA first year students also presented a group song for the MA final year students. After the song presentation, different types of games were organised to be played together which turned out to be a joyful experience for all. The lunch served at the event was also enjoyed by all.

Book Review

Critical Discourse in Odia
Edited by Jatindra Kumar Nayak and Animesh Mohapatra
Routledge
2022
1495/-

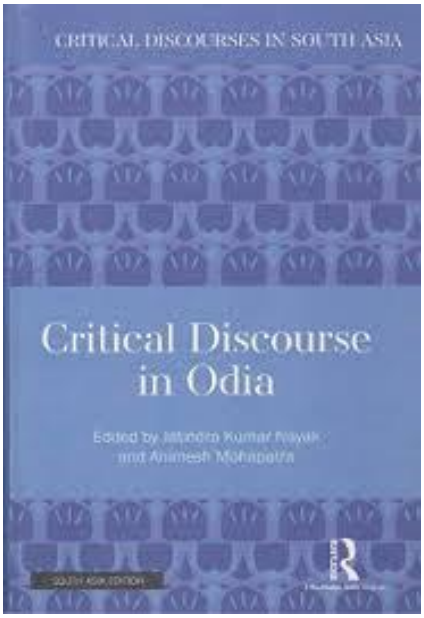

Edu Sherpa

Critical Discourse in Odia is a book in the series "Critical Discourses in South Asia" published by Routledge. The book discusses the emergence of critical discourse in the closing decade of nineteenth and early twentieth century in Odia literature. The said discourse is regarded as a grand literary phenomenon in Odia literature. The editors have carefully compiled handful of important essays in Odia and brought those to the light of discussion.

The most striking highlight of this discourse is the mention of the beginning of Odia literature in oral traditions and its preservation through scribal production of palm leaf manuscripts. With the arrival of print the oral tradition had to undergo certain transformation. This transformation then provided an environment congenial for the emerging critical discourse in Odia literature.

In the introductory section the editors highlight the contribution of print culture, the role of the Odia periodicals in the emergence of critical discourse in Odia literature. In addition to this, the prose became a preferred medium of critical discourse in Odia. One of the iconic periodicals such as *Utkal Dipika* (1866) facilitated the milieu suitable for the emergence of literary criticism in Odia literature. The book review section in this periodical has significant contribution in the making of critical discourse in the late nineteenth century. Periodicals such as *Utkal Sahitya* (1897) contained essays which explored the nature and function of criticism. Hence, the role of the periodicals since the beginning has been remarkable in the making of literary criticism in Odia literature.

Some of the essays selected for this discourse are titled as: “Odia folktales” which discuss about the rich Odia folktales, “Village songs in Odia” explain that the village songs as the valuable source of information for writing history of Odia literature. In the essay titled “Portrayal of the Women” elucidate the portrayal of women in Sarala Das’s fifteenth century Odia version of *Mahabharata* and another essay “Perso Arabic Influence on Odia”examine the influence of Persian and Arabian in Odia literature. These translated essays reflect the presence of diversity in critical thought in Odia literature. Therefore, the diversification in critical thought as outlined in these essays have significantly contributed in the revision of canon as well in Odia literature.

Moreover, the book provides a thorough exposition on the evolution of critical discourse as well as the beginning and transition of Odia literature in the late nineteenth and early twentieth century. It can be deduced that the role of critical discourse is indelible in the making of Odia literature.

পাঁচ দশকের কবিতা
মালিনী ভট্টাচার্য
স্যাস পাবলিকেশন
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
১০০/-

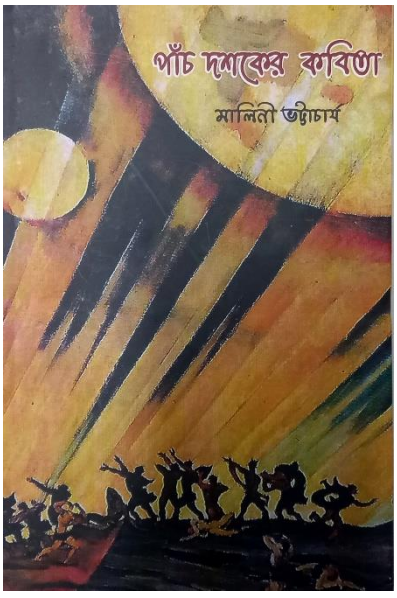

সুপর্ণা মণ্ডল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বামপন্থী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী মালিনী ভট্টাচার্য অনেক গবেষণামূলক নিবন্ধ ও গ্রন্থ লিখলেও গ্রন্থাকারে তাঁর কবিতা উপলব্ধ ছিল না। স্যাস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত তাঁর *পাঁচ দশকের কবিতা* গ্রন্থে তাঁর ১৯৭০ সাল থেকে ২০১৭ সাল অব্দি রচিত কবিতা কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে যা থেকে কবির কাব্যিক অভিযাত্রার ধারাবাহিক একটি চিত্র পাওয়া যায়। মালিনী ভট্টাচার্যের কবিতায় তাঁর রাজনৈতিক চেতনা

জুড়ে গেছে একদম স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক স্তরের আবহমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে, যা সচেতন পাঠকের মননশীল পর্যালোচনার দাবী করে। সংকলনের প্রথম কবিতাটিতেই যেমন পাওয়া যায় *পঞ্চতন্ত্র*-এর "বুদ্ধির্যস্য" গল্পটির অনুষঙ্গ। আলোচ্য কবিতায় কবি বহুপরিচিত সেই সিংহ এবং খরগোশের গল্পের এক ভিন্নতর পাঠ উপস্থাপন করেন। শাসনতন্ত্রের বহুস্তরীয় রাজনীতিকে এই রূপক গল্পটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন কবি। ১৯৭৩-এ রচিত "বিজ্ঞাপন" কবিতাটিতে এসেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অনুষঙ্গে রচিত কিছু পঙ্‌ক্তি যা বর্তমান বিশ্বেও সমান প্রাসঙ্গিক-

চোখের কোণে রক্ত জমে, আকাশে দেয় পাক
বিশ্বহিতাকাংখী বিমান বোমারু মৌচাক
অমোঘ উপকারের ছুতো খুঁজছে খেতের পর,
চাষীর হাতের বন্দুক তাই দেয় তাকে উত্তর,...

বিপরীতে সমকালীন বিশ্বে নব্য-ঔপনিবেশিকতার সূক্ষ্মতর দৌরাত্ম্যের ছবিটিও তুলে ধরেছেন কবি। ১৯৭৫ সালে রচিত "আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষ্যে" নামক কবিতাটি "আদিমকালের সমানতা" থেকে পুরুষতন্ত্রের চক্রান্তে নারীর বন্দিদশার আখ্যানকে তুলে ধরে। যুগে যুগে পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারী "জল্লাদদের" ফাঁকি দিতে নারীরা কীভাবে নিজেদের বিকল্প পরিসর নির্মাণ করে এসেছে, তার কথাও এখানে উল্লেখ করেছেন কবি।

"বীরগাথা" সিরিজের চারটি কবিতা এই সংকলনে রয়েছে যেখানে কবিতার আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কবি। প্রথম কবিতাটিতে এসেছে শম্বুকের অনুষঙ্গ, যাকে বর্ণাশ্রম লঙ্ঘনের জন্য হত্যা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় কবিতাটিতে বীরের মর্যাদা পেয়েছে "সোঁদরবনের রহিমউল্লা" যার গল্প কথকতার আঙ্গিকে পরিবেশন করে তার উত্তরপুরুষ। মান্য চলিতের পরিবর্তে এখানে কথ্য ভাষার ব্যবহারও লক্ষণীয়। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় স্তরে যে সমস্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, তার একটি আখ্যান এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সিরিজের তৃতীয় কবিতাটি মহাভারতের পর্বগুলির নাম অনুসারে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। তবে এখানেও কথকতা বা পালাগানের আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালিনী ভট্টাচার্য কিছু গণসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। তাঁর সাঙ্গীতিক বোধ এই কবিতাদুটিতে স্পষ্ট।

দীর্ঘ কবিতার পাশাপাশি এই সংকলনে কিছু অণুকবিতাও স্থান পেয়েছে যেখানে নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের কথা সহমর্মিতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন কবি। ১৯৮৭ সালে রচিত "লোকসংস্কৃতি" কবিতায় কবি দারিদ্র্যজনিত কারণে শিশুদের উপর ঘটে চলা নিপীড়নের প্রতি ভদ্রবিত্ত সমাজের উদাসীনতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। "লোকসংস্কৃতি" বা "লোকশিল্প"-এর গ্রাহক এই উদ্দিষ্ট সমাজ এই সমস্ত উপকরণের পিছনে নিহিত বঞ্চনার ইতিহাসকে দেখতে পায় না। তাই তাদের উদ্দেশ্যেই কবি ছুড়ে দিয়েছেন ব্যঙ্গ।

সমকালীন ঘটনাবলী কবি মালিনী ভট্টাচার্যের কবিতায় যথেষ্ট ছাপ রেখে গেছে। ১৯৮৮ সালে রচিত "দেওরালার স্বপ্ন" কবিতাটি রাজস্থানের দেওরালায় রূপ কনওয়ারের 'সতী' হওয়ার ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে সফদর হাশমির বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পরেই তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন যেখানে শোকের সঙ্গে জুড়ে গেছে নতুন সংগ্রামের প্রস্তুতির আহ্বান। ১৯৯১ সালে বাবরি মসজিদ বিতর্কের সময়েও এই বিষয়ে তিনটি কবিতা লিখেছিলেন তিনি। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটিকে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির প্রতি আক্রমণ হিসাবে দেখেছেন। একটি কবিতায় মহাত্মা গান্ধীর হত্যার প্রসঙ্গও ফিরে এসেছে-

ধূপধুনোর বিবশ অন্ধকারে
চারশো বছর বয়সের সেই বেকুব বুড়ো
গুলির চোটে ঝাঁঝরা হতে হতে
ডুকরে ওঠে আবার: হে রাম!
কী করে যাবে সরানো মসজিদ?

১৯৯৫ সালে রচিত "ডায়েরি" সিরিজের বেশ কতগুলি কবিতা রয়েছে এই সংকলনে। কবিতা লেখার মতো না-লেখার দর্শনও পরিস্ফুট হয় তাঁর কবিতায়-

কথার অভাবে নয়
অতিকথনের ভয়ে লিখি না কবিতা,
গণেশেরও শুঁড়ে ভর করেছিল এরকম বচনলোভিতা–

সময়ের নিরিখে মালিনী ভট্টাচার্যের কবিতার সংখ্যা অল্প হলেও ভাবনার দিক থেকে কবিতাগুলির ব্যাপ্তি উল্লেখনীয়। বিষয়ের পাশাপাশি কবিতার আঙ্গিকের দিক দিয়েও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বইটির সামগ্রিক নির্মাণ ভালোই তবে প্রচ্ছদ নিয়ে আর একটু ভাবনাচিন্তার অবকাশ ছিল।

Ongoing Research Works

- Ishani Dutta: Of Recitals and Performances: Reading New Modes of Representation in Contemporary Indian Nepali Poetry in the Darjeeling Hills and Sikkim (2000-2022)
- Sounak Dutta: Translation-based Reception of the 'Soviet' in Bengali Literature in the Post- World War II Era (1945-1965)
- Mrittika Ghosh: Contextualising the 'Canon' and 'Periphery': Historicising the Works of Select Nigerian Women Writers (1960 - 2020)
- Edu Sherpa: The Rise of the Indian Nepali Periodicals: A Historiography from 1900-1950
- Ankana Bag: Exploring Cosmopolitanism and Nationalism: The 'Travel Writings' (1942-52) of Ramnath Biswas
- Arjyarishi Paul: Assessing the Idea of the Juvenile in India with Respect to Selected Bangla Illustrated Texts (1947-1991)
- Suparna Mondal: বাংলা বিদ্যাচর্চায় ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিগ্রহণ: প্রসঙ্গ 'সাহিত্যিক ইতিহাস' নির্মাণ (১৯৫০-১৯৯৯) [The Construction of 'Literary History': Indian Literature as Received in Bangla Literary Studies (1950-1999)]

Faculty Members' Publications

Bhattacharya, Nilanjana. "The Dance Movement of Bengal: Rabindranath and His Dance-Dramas." *Critical Stages/ScèNes Critiques*, no. 29, 2024, https://www.critical-stages.org/29/the-dance-movement-of-bengal-rabindranath-and-his-dance-dramas/.

Students' Publications

- মণ্ডল, সুপর্ণা, অনুবাদক। "আলোকধন্বার কবিতা।" *আজকাল*, রবিবার অনলাইন, জুন ৯, ২০২৪, https://aajkaal.in/robibar/article/76।
- Sherpa, Edu. "Problematizing Indian Nepali Literature through the study of Nepali Periodicals." *Shikshan Sanshodhan: Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, Vol. 7, no. 4, 2024, pp. 11-14, https://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/.

Students' Achievements

- Anita Gua Hembrom was awarded the degree of PhD on presentation of her thesis on "Contemporary Santali Literature: A Historiography from "Below."
- Rakesh Kaibartya was awarded the degree of PhD on presentation of his thesis on "উপস্থাপন-শিল্পে লিঙ্গ বয়ান ও 'প্রান্তিক' শিল্পীর শরীর: আপকাপ, গম্ভীরা ও বহুরূপী শিল্পমাধ্যমগুলির একটি বহুমাত্রিক পাঠ" (Gender Discourse and the Body of the `Marginal' Artist in the Performing Arts: A Multidimensional Reading of the Forms of Alkaap, Bohurupi and Gambhira).
- Ankana Bag presented a Discussion on Sisir Kumar Ghosh's *Amar Pawa Santiniketan* at Arthshila Santiniketan on July 3, 2024. The discussion was curated by Swagata Khan under the Arthshila Curatorial Fellowship.
- Ankana Bag presented a Book Discussion on Kaushik Majumder's *Comics Itibritto* at Arthshila Santiniketan on May 15, 2024.
- Suparna Mondal presented a Book Discussion on Suniti Kumar Chattopadhyay's *Bangalir Sanskriti* at Arthshila Santiniketan on April 24, 2024.
- Suparna Mondal participated in a panel discussion of young writers at Jorbangla, Kolkata on June 5, 2024.
- Riddhi Gupta presented her poems in the Campus Kavita event organised by Hindwi at Hindi Bhavana, Visva-Bharati on May 6, 2024. .

Tumulayan: Call for Participation

The students of the Centre for Comparative Literature, Bhasha Bhavana, Visva-Bharati have been publishing *Tumulayan*, their annual literary initiative for the past eight years on the occasion of 'Anandabazar', organised by Visva-Bharati. The upcoming issue of *Tumulayan* will engage with the idea of *Swapno- On Dreams*.

The act of dreaming has been regarded as a constant and universal phenomenon since the dawn of human life. Certain ancient societies believed that dreams served as channels for divine guidance. Different approaches have been taken by artists and scientists to interpret dreams. The questions of why people have dreams, whether events and images in the dream world can be assigned with a 'correct' and unquestionable interpretation, and whether humans alone have the ability to dream remain largely unanswered despite the rapid advancement of scientific knowledge. That being said, it is difficult to dispute the relationship that dreams have with an individual's sense of self and consciousness around 'being'. We also frequently refer to our aspirations for the future as 'dreams.' Thus for the youth, 'dreams' are often a tangled web of their own aspirations, skills, and expectations placed on them by society, friends, and families.

All these issues can open up vast potential for discussions. Using literary and artistic lenses, we aim to perceive the various facets of dream that embrace the past, present, and future in the current issue of *Tumulayan*.

The sub themes can explore the following areas (but are not restricted to):

1. Dreams in literature and other arts
2. Dream as wish-fulfilment
3. Realities and dreams
4. Theories of dreams
5. Reveries and nightmares

We invite original, unpublished writings, drawings and photographs on the idea of 'Dreams'. You may write in any of the following languages - English, Bangla, Hindi, Oriya, Japanese, Sanskrit, Santali, Tamil, French, Nepali and Russian. Word limit should not exceed 600 words, the line spacing should be 1.5 and writers should adhere to the Times New Roman font. The publication of original works is subject to the selection of the review committee. If selected, authors will be communicated. Please send your contributions along with a short bio-note (within 100 words) in a single word document (not PDF) to **tumulayanccl@gmail.com**. The last date of submission has been extended to **August 31, 2024.**

For Prospective Students

CCL offers MA and PhD programmes in Comparative Literature as well as Minor and Multidisciplinary courses at the undergraduate level. Details about admissions and all syllabi can be found in the Visva-Bharati website. Any academic query may be directed to cclvbu@visva-bharati.ac.in.

Editorial Assistance: Suparna Mondal
Design: Sruthi M, Rachayita Sarkar
Editor: Soma Mukherjee
Published by Centre for Comparative Literature, Bhasha Bhavana, Visva-Bharati
© Centre for Comparative Literature, Bhasha Bhavana, Visva-Bharati.
All rights reserved.